

মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আদেশ বাতল ও ইসলামী আরবী ভাষা প্রতিষ্ঠা করুন —জমিয়াতুল মোদারেরছীন

১। ফ রিপোর্টার

জমিয়াতুল মোদারেরছীনের স্টিটিং মিটিং ও ঢাকা মহানগরী জমিয়াতুল মোদারেরছীনের এক যৌথ সভা গতকাল সোমবার লিহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের ভাষণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বসন্তক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবসমূহ:

১. ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে

প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতনের ১০০% সরকারী কোষাগার থেকে প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় সরকারী কোষাগারে জমাদানের যে আর্থিক শর্ত বিগত সরকার আরোপ করে গেছে তা জুলুমের শামিল। অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিঃশর্তভাবে সংশ্লিষ্টদের বেতনের ১০০% সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করা হোক।

২। যেহেতু পুরুষ মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা

মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আদেশ

২-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের বাধ্যতামূলক আদেশ একদিকে যেমন মীয় বিধান, মাদ্রাসার পরিবেশ ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিফল। অপরদিকে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষকেরও রয়েছে দারুণ অভাব। এজন্য দেশের ওলামা-মাশায়েখ ও জমিয়াতুল মোদারেরছীনের পক্ষ থেকে বার বার দাবী জানানো হয় যে, এই অসমত আদেশের আওতা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে রেহাই দেয়া হোক। নূনপক্ষে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ আদেশ শিথিল করা হোক। বিগত সরকার এমনকি ঐ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়াদা করা সত্ত্বেও স্ত্র আদেশ প্রত্যাহার বা শিথিল না করে বহাল রেখে গেছে। ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষক সংকট ইরাজ করছে। এমতাবস্থায় জমিয়াতুল মোদারেরছীনের সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত থেকে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় লে সিদ্ধান্ত প্রদানের জোর দাবী জানানো হয়।

১। দেশের ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী সংগঠনের নতুন, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মাদ্রাসা শিক্ষার দীর্ঘ জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী ঢাকার নূরে একটি এফসিয়েটিং কমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের

আবেদন জানায়।

৪। সভা ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দ হোসেনের বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন পাতানো খেলার মাধ্যমে যে নুত্বা দণ্ডাদে প্রদান করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে। সভায় এই অবৈধ অন্যায্য দণ্ড বাতিল কার্যকর না করা হয় এজন্য ইরাক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রতি উদাত আহ্বান জানানো হয়।

৫। সভায় শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কমিটিতে দলী ও রাজনৈতিক বিবেচনায় যে সকল সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে তা বাতিল করে নিরপেক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে সকল কমিটি পুনর্গঠনের জোর দাবী জানানো হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব খ্রিস্টিয় শাকীর আহমদ মোমতাজী, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা মোঃ ইউনুস, আলহাজ্ব মাওলানা রুহুল আমী খান, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা আঃ রহমান, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ খ্রিস্টিয়াল মাওলানা সফিউদ্দীন ভূইয়া, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা কাফিল উদ্দীন সরকার, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা শামসুল হুদা, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা আব্দুল হাশেম, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা হাদেব হাদান, খ্রিস্টিয়াল মাওলানা মোঃ রায়হান